daily sun
TRUE & IMPARTIAL

5 July 2015

Students of University of Asia Pacific attend TIJ Youth Forum on Rule of Law and Justice

Solaiman Salma
5 July, 2015 12:00 AM

The Thailand Institute of Justice (TIJ) co-organised with the Asian Society of International Law (AsianSIL) and the Ministry of Justice Thailand (MOJ) the "AsianSIL Inter-Sessional Regional Conference 2015" on "The Rule of Law and Development Nexus: A New Deal for Asia?" recently.
The conference was organised to promote research, education and the practice of international law in Asia. The focus was to support mainstreaming the rule of law, justice and security in the Post 2015 Development Agenda and to strengthen the rule of law and criminal justice system in Asia as a means to achieve sustainable development.
The Rule of Law and Development Nexus: A New Deal for Asia? conference aims to support Thailand's continuous effort to mainstream the rule of law, justice and security in the Post 2015 Development Agenda, to expand the Asia and Pacific regional network of law professionals and bring together the United Nations into the AsianSIL network to discuss rule of law and sustainable development with an emphasis on the 2015 integration of the ASEAN Nations to the "ASEAN Community".
Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Mahidol, Chair of the Special Advisory Board to the Thailand Institute of Justice, gave a keynote speech at the opening ceremony.
TIJ Youth Forum – a forum TIJ organised concurrently to provide the opportunity for 60 university students in Asia to share opinions and discuss their roles in the issues of the rule of law, public policy, justice and development in the global level as well as to build among them network of young leaders within the region – also participated in this meeting.
Five students of the Department of Law and Human Rights of the University of Asia Pacific were selected amongst all the private and public universities of Bangladesh.
ON the final day of the conference, a few policies were proposed to establish sustainable development through the principle of rule of law and the students of Department of Law and Human Rights of the University of Asia Pacific proposed an idea to create public awareness in the same way that they are working in the name of Social Awareness Club, Department of Law and Human Rights, UAP. They recognised UAP as model and create some chapters in different Universities.

Link-http://www.daily-sun.com/printversion/details/56170/Students-of-University-of-Asia-Pacific-attend-TIJ-Youth-Forum-on-Rule-of-Law-and-Justice

কালের কণ্ঠ
8 July 2015

এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়
থাইল্যান্ডের অতিথি

৩ থেকে ৫ জুন ব্যাংককে থাইল্যান্ড ইনস্টিটিউট অব জাস্টিজের উদ্যোগে প্রথম আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিদল। ফিরে এসে লিখেছেন জাবের আহমেদ

বাম দিক থেকে-কৃষ্ণ সাহা, ফারহানা সুলতানা, জাবের আহমেদ, আবদুল্লাহ আল মামুন ও সাইফুল ইসলাম

এশিয়ার এই যুব সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন ৬০ জন প্রতিনিধি। বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছি আমরা এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও মানবাধিকার বিভাগের পাঁচ শিক্ষার্থী-ফারহানা সুলতানা, আবদুল্লাহ আল মামুন, সাইফুল ইসলাম, কৃষ্ণ সাহা ও আমি। পুরো দলের নেতৃত্ব দিয়েছি আমি। আমাদের ভ্রমণ শুরু হলো হোটেল মান্দারিনে বুফে ব্রেকফাস্ট করে। তারপর থাইল্যান্ড ইনস্টিটিউট অব জাস্টিজের (টিআইজে) গাড়িতে তাদের অফিসে গেলাম। সকাল তখন ৮টা। টিআইজির নির্বাহী পরিচালক ড. কিত্তিপং কিতিতিআইয়ারাকের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে সেমিনার শুরু হলো। এরপর পরিচিতি পর্ব। লাঞ্চ শেষে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা। বিস্তর আলোচনা চলল, কিভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। রাতে ওয়েলকাম ডিনার। সেই সঙ্গে ভিন্ন ধরনের পরিচয় পর্ব। উপস্থাপক মাইক্রোফোন মুখের সামনে নিয়ে এসে বললেন, মিয়ানমারের এই বন্ধুকে বাংলাতে তিনটি দেশি ফল বা ফুলের নাম বলো। আমি বলার পরে সে-ও আমাকে তার দেশের ভাষায় তিনটি ফলের নাম বলল। এভাবেই বন্ধুত্ব গাঢ় হলো। পরদিন রয়্যাল লাঞ্চ করলাম প্লাজা এথিনিতে। লাঞ্চের আগে ছিল সেমিনার। বক্তব্য দিলেন থাই প্রিন্সেস ও এশিয়ান সোসাইটি অব ইন্টারন্যাশনাল লয়ের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. শুরাকিআথ সাথিরাথাই। দিনজুড়ে ছিল আলোচনা। সেমিনার করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। ফলে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। ঘড়ির কাঁটায় রাত তখন ১০টা। চলে গেলাম চায়না টাউন। গ্রান্ডপ্লাজা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামনে দিয়ে হাঁটার সময় মনে হলো রাতের রাজধানী যেন রাজকন্যা হয়ে গেছে।

একে একে কেটে গেল দিন। বিদায়ের আগের দিন সেমিনারে চলল কিভাবে টেকসই আইনের শাসনের মাধ্যমে উন্নয়ন করা যায় সে সমাধান খোঁজায়। আমাদের প্রস্তাব ছিল-মানুষকে সচেতন করে উন্নয়নের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারি। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যেগুলোর প্রথম কাজ হবে লিফলেট বিতরণ। লিফলেটের একপাশে মানুষের অধিকার লেখা থাকবে। আরেক পাশে আইনি সহায়তাদানকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নম্বর। কারো অধিকার লঙ্ঘিত হলে তাঁরা মানবাধিকার বা আইনি সহায়তাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সবার আগে লিফলেট বিতরণ করা হবে ভাসমান মানুষের কাছে। কারণ তাঁরাই সবচেয়ে বেশি অধিকারবঞ্চিত। এই প্রস্তাবটি আয়োজকরা সানন্দে গ্রহণ করেন।

বিদায়ের রাতে ছিল 'কালচারাল নাইট'। সব অংশগ্রহণকারী সেখানে এসেছিলাম নিজ নিজ দেশের পোশাক পরে। ফারহানা শাড়ি পরেছিল। এত লম্বা, বিশাল এক কাপড় কিভাবে একজন মানুষ পরতে পারে সেটি ভেবেই অন্যরা অবাক। কয়েকজন আবার ওকে ব্যাপারটি নিয়ে প্রশ্নও করল। সে-ও হাসিমুখে উত্তর দিল। এসব অভিজ্ঞতা নিয়েই ৭ জুন ফিরে এলাম।

Link- http://www.kalerkantho.com/feature/campus/2015/07/08/242492

বাংলা ট্রিবিউন

শেকড়ের সন্ধানে ওরা ৫ জন

24 June 2015

এহতেশাম ইমাম।।

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হচ্ছে অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা। সুশাসন সম্পর্কে সচেতনতা ও অধিকার রক্ষা বিষয়ক জ্ঞান অর্জন শুরু হওয়া উচিত ছাত্র জীবন থেকে। মুখে এসব বললেও করি কোথায়? কিন্তু কেউ না কেউ তো এসব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন আর কাজ করে যাচ্ছেন। এই কর্মবীরদের তালিকা করলে একদম শীর্ষে থাকবে ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক এর শিক্ষার্থীরা।

সম্প্রতি থাইল্যান্ড ইনস্টিটিউট অফ জাষ্টিস এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও মানবাধিকার বিভাগের পাঁচ শিক্ষার্থী। এই সম্মেলনে অংশ নিতে তাদের রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে বাংলাদেশের শীর্ষ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

তিনদিনের এ সম্মেলনের শেষদিনে আয়োজকদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বাংলাদেশের এই দলটি। আইনের শাসনের মাধ্যমে জাতিসংঘের প্রস্তাবিত স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে মানবাধিকার নিশ্চিতে নীতিমালা প্রস্তাব করে এই দলটি। আর এ প্রতিযোগীতায় নিজেদের উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এটি সর্বস্তরে স্বীকৃতি পায়।

এ বিষয়ে দল প্রধান জাবের আহমেদ বলেন,আমাদের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে মাঠপর্যায়ের মানুষদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। তারা এই ক্যাম্পেইনের নাম দিয়েছে, ‘শিকড়ের সন্ধানে।’ এটাই ছিল আমাদের প্রজেক্টের মূল হাতিয়ার যা আয়োজকদের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে।

এ দলের আরেকজন ফারহানা সুলতানা। তিনি বলেন, তাদের মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার কথা। তিনি বলেন,শিকড়ের সন্ধানের মূল লক্ষ্য হলো সচেতনতা তৈরি করা। এজন্য তারা সোশ্যাল এওয়ারনেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে মানুষকে তাদের তথ্য, আইনের মতো রাষ্ট্রীয় অধিকারের বিষয়গুলো সর্ম্পকে কাজ করে আসছে। এজন্য তারা মাঠপর্যায়ে নানা সেমিনারের আয়োজনও করে আসছে।

এইউপি টিম মেম্বাররা তাদের যুব সম্মেলনের শেষ দিনের প্রেজেন্টেশনে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষায় তুলে ধরেন সর্বমোট ১২টি প্রস্তাব। যার পাঁচটি সরাসরি গৃহীত হয়েছে এ সম্মেলনে।

আর সবচেয়ে আনন্দের খবর হচ্ছে, প্রস্তাবগুলো নিয়ে কাজ শুরু করেছে এশিয়ার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। যার মধ্যে আছে সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি,থাইল্যান্ড মাহিদুল ইউনিভার্সিটি,মিয়ানমারের ইউনিভার্সিটি অব ইয়াঙ্গুন,আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব আফগানিস্তানসহ আরও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়।

নিজেদের প্রস্তাবিত ধারণাগুলো বিশ্বের কাছে পৌছে দেওয়ার অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে আরেক সদস্য আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, থাইল্যান্ডের রাজকীয় পরিবারের আমন্ত্রণে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে থেকে শিখেছি অনেক কিছুই। এরই মধ্যে আমাদের প্রস্তাবগুলো ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে বিশেষভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ আসতে শুরু করেছে। এছাড়া দেশি-বিদেশি অসংখ্য নতুন বন্ধু হওয়ায় শুধু দেশীয় পর্যায়ে নয়,আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আমাদের পরিশীলতা বাড়বে।"

তবে শুধু আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে নয়,সবার নিজের দেশের প্রেক্ষাপটে কাজ করতে চান এই তরুণ দলটি। রাষ্ট্রীয় অধিকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন সেবা প্রকৃত গ্রামের মানুষগুলোর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয়টির সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কর্মরত সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্লাব।

এ বিষয়ে ক্লাবটির সম্বনয়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়টির আইন বিভাগের শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল নোমান জানান তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা। তিনি বলেন সাধারণ মানুষ ছাড়া রাষ্ট্র অচল। আর সে কারণে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্লাব মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। আগামী কয়েকমাসের মধ্যে বিভিন্ন জেলা শহরে এ ক্লাবের বেশ কয়েকটি শাখা খোলা হবে বলেও জানান তিনি।

এ লক্ষ্যে ক্লাবটি দলিত, হিজড়া সম্প্রদায় থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বঞ্চিত শ্রেণিকে নিয়ে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তনসহ বিভিন্ন পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিই সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।

এখন শুধু কাজ করার অপেক্ষা। আপনাকে আপনার অধিকার ও সার্বিক মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে আসছে ইউএপি এর এই শিকড় সন্ধানী দলটি। অপেক্ষা থাকুন আইন দিয়ে বিশ্বজয়ের।

http://m.banglatribune.com/tribune/single/102506